

## প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ

চেন্নাই, ০৩ নভেম্বর ২০২৩

### চেন্নাইস্থ বাংলাদেশ উপ হাই কমিশনে 'ই-পাসপোর্ট' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ উপ হাই কমিশন, চেন্নাই-তে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে 'ই-পাসপোর্ট' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চেন্নাইস্থ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় প্রধান Mr. Venkatachalam IFS, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের প্রধান Mr. Kovendhan, ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসের প্রধান Mr. Arun Sakthi Kumar উপস্থিত ছিলেন। তামিল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি Mr. Choza Nachiyar, ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান Mr. Sathyamoorthy, তামিলনাড়ুর স্বনামধন্য হাসপাতালসমূহের চিফ অপারেটিং অফিসারগণ ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, ই-পাসপোর্ট স্থাপনের জন্য ঢাকা থেকে আগত কারিগরী দলের সদস্যবৃন্দ, কূটনৈতিকবৃন্দ, হাসপাতালের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবিসহ চেন্নাইতে অবস্থানরত বাংলাদেশীরা উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য সমূহ (তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র প্রদেশ) এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (পুডুচেরী, দামান ও দিউ)-তে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকেরা ই-পাসপোর্টের জন্য মিশনে আবেদন করতে পারবেন।

ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতার আরেকটি মাইলফলক। চেন্নাইতে অবস্থানরত ই-পাসপোর্ট স্থাপনের জন্য ঢাকা থেকে আগত কারিগরী দলের সদস্য স্কোয়াড লিডার হাসিব ইমরান, উপ প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ ও বিদেশস্থ বাংলাদেশী দূতাবাসসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আগত অতিথিদের ধারণা প্রদান করেন।

জনাব শেলী সালেহীন, উপ হাই কমিশনার তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার যাত্রায় ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের বাস্তবায়ন একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও স্বনামধন্য হাসপাতালগুলোর চিফ অপারেটিং অফিসারদেরকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান যা উভয় দেশের জন্য কল্যাণকর হবে। এই ধরণের বিনিয়োগ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের পাশাপাশি ব্র্যান্ডিং ও নেটওয়ার্কিং মাধ্যমে তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্য পর্যটনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে আবেদনকারীকে ই-পাসপোর্ট ডেলিভারী স্লিপ হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে আগত অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়।



*Arif*